দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1

081

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

বাংলাদেশ সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ৬১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও ৭৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাসিলিটিস বিভাগের তত্ত্বাবধানে এসকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত ও নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে ৫১২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে ১৫৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিটি বিদ্যালয় নির্মাণ করতে ব্যয় হবে প্রায় ২৪ লাখ টাকা। বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করবে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি জেলা সদর দপ্তরে ১১৯টি দোতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরে ১৯টি দোতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। এর মধ্যে ঢাকা শহরে ১৩টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা শহরে ২টি করে মোট ৬টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট ১০২টি উপজেলাকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এ পর্যায়ে ৬১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে ৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয় হবে এবং ৭৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের কাজে ব্যয় হবে ৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা।

বন্যাদুর্গত এলাকায় ৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকায় গত অর্থবছরে ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং ৫৯টি কাজ শেষ হয়েছে। স্কুল ভবনের নির্মাণ ও মেরামত কাজ ছাড়াও এই প্রকল্পের অধীনে ১৯৮৬ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৩ কোটি ৮০ লাখ বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিসেফ এসব পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের জন্য ৬ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ অনুদান হিসেবে প্রদান করেছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলে ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হবে।

শামীম আজাদ আনোয়ার